ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ নিজপ্রভু শ্রীনৃসিংহকে বলিলেন—হে প্রভো! ভগবৎচরণারবিন্দে ভক্তিহীন অর্থ, ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, অধ্যয়ন, ব্রত—এই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহার চরণে যে জন, মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, সেই শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই ভক্তিমান শ্বপচ নিজবংশ পবিত্র করে, কিন্তু ভগবানে ভক্তিহীন দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ভক্তিহীনতা-দোষে ঘোরতর অভিমানী হয় বলিয়া আপনাকে আপনি শোধন করিতে পারে না। ৭।৯।১০ শ্লোকেও ভগবানে ভক্তিহীন মানবের অন্যপ্রকার নিন্দা শ্রবণ করা যায়। "স্বপচোঽপি মহীপাল"—ইত্যাদি শ্লোকেও অভক্তকে নিন্দা করিয়াছেন। গরুড় পুরাণেও তেমনই অভক্তের নিন্দা যথা—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্ত্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমঃ॥

সমস্ত বেদের পারঙ্গত হইয়াও এবং সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ হইয়াও যে জন সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানে ভক্তি করে না, তাঁহাকে পুরুষাধম বুঝিতে হইবে। বৃহন্নারদীয়েও অভক্তনিন্দা যথা—

হরিপূজাবিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিনস্তথা।
দ্বিজগোদ্বেষিনশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যাহারা হরিপূজাবিহীন এবং বেদবিদ্বেষী ও গোব্রাহ্মণদ্বেষকারী তাহারা রাক্ষস-সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২ অধ্যায়ে গর্ভস্তুতিপ্রসঙ্গে অভক্তজনের আরও নিন্দার কথা শুনা যায়। যথা—হে কমললোচন! ভক্ত সম্প্রদায় হইতে অন্য যাঁহারা নিজেকে স্থূল সূক্ষ্ম দেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কিন্তু তোমাতে ভক্তিহীনতাদোষে অবিশুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণ হয় নাই। কারণ তোমাতে ভক্তি না করিলে মনের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ভোগবাসনা কোন উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে না। অথচ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা না জন্মিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারীতাই লাভ করা যাইতে পারে না। সেই সকল অভিমানী জ্ঞানীগণ তোমার ও তোমার ভক্তগণের চরণে অনাদর-দোষে বহুকষ্টে শ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধঃপতিত হইয়া থাকে॥ ১১১॥

শ্লোকের শ্রীগোস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা, যথা—প্রথমতঃ তোমাতে ভক্তিশূন্যতাদোষে সেই সকল জ্ঞানী অশুদ্ধচিত্ত; যেহেতু ১১।১৪।২২ শ্লোকে